17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল

রা, বি স্কুলের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে

এন,এম জাহাঙ্গীর আলম আকাশ ঃ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, ভর্তি সমস্যা, স্থানাভাব, আসবাবপত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও ক্লাসরুম স্বল্পতার কারণে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের উপাধ্যক্ষা ফাসিহা খাতুন 'সংবাদ'কে জানান, স্কুলটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত না করাই স্কুলটির প্রধান সমস্যা। এ কারণেই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে স্কুলটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।

প্রথম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১২টি ক্লাবের ২৪টি শাখার এই স্কুলে একজন অধ্যক্ষ, একজন উপাধ্যক্ষা, ১২ জন প্রভাষক (১ জন খন্ডকালীন), ২৭ জন সহকারী শিক্ষক, ২ জন জুনিয়র শিক্ষক, ২ জন খন্ডকালীন শিক্ষক ও প্রায় ১ হাজার ৪শ' ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এছাড়া স্কুলের অন্যান্য কাজে সহায়তা করার জন্য ২১ জন সহায়ক সাধারণ ও মাস্টার রোল কর্মচারী আছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত অধ্যাদেশ বলে একটি নিয়মিত পরিচালনা পরিষদ দ্বারা স্কুলটি পরিচালিত হয় বলে অধ্যক্ষ মোঃ মোজাম্মেল হক জানান।

স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, এখানে আর্থিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৫ সালে ও ১৯৯১ সালে নতুন বেতন স্কেল এবং পরে '৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির কারণে আর্থিক সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে জটিল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের আয়ের প্রধান উৎস। প্রতিবছর ন্যূনতম খরচ হিসাব করে বাজেট তৈরি করা হয়। কিন্তু সে অনুপাতে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এমনকি শুধুমাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের যে টাকার প্রয়োজন বাজেট বরাদ্দ হিসাবে সে টাকাটুকুও পাওয়া যায় না।

স্কুলের উত্তর ব্লকে দোতলা নির্মাণের ফলে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শাখাকে টিনশেড হতে প্রধান ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু ক্লাসরুমের স্বল্পতা থেকেই গেছে। উচ্চ মাধ্যমিক শাখার জন্য আরও ক্লাসরুমের প্রয়োজন। মাধ্যমিক শাখাতেও ক্লাসরুম স্বল্পতা বিদ্যমান। এছাড়া ছাত্রছাত্রী ও স্কুলের নিরাপত্তার জন্য এখানে নেই সীমানা প্রাচীর।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জটির অরুণ অবস্থা ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি যে কোন মুহূর্তে পুড়ে যেতে পারে বলে জানা গেছে। এই এক্সচেঞ্জের ধারণক্ষমতা ২শ' লাইনের। ১শ' ৪০টি লাইনের কানেকশন থাকার নিয়ম এই ধারণক্ষমতার আওতায়। অথচ 'দু'শ'রও অধিক কানেকশন দেয়া হয়েছে। আর এ কারণেই যে কোন সময় এটি পুড়ে যেতে পারে বলে টেলিফোন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার মন্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এক্সটেনশন লাইনের তুলনায় বোর্ডের জংশন লাইন খুবই কম। জংশন লাইনগুলো সব সময় অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই বাইরে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রিং করেও বিশ্ববিদ্যালয় এক্সচেঞ্জকে পাওয়া যায় না। অনেক সময় যদিও বা পাওয়া যায়, তাও কাঙ্খিত নম্বরটি ব্যস্ত থাকে অন্যস্থানে বা অন্য কোথাও কথা বলতে।

এই এক্সচেঞ্জে জিরো লাইনে ৬টি জংশন। এরমধ্যে একটি নষ্ট। বাকি ৫টি কাজ করে। পিএবিএক্স বোর্ড এ নানা ধরনের ডিসটার্ব থাকে সর্বদাই। ফলে বোর্ডে সুষ্ঠুভাবে অপারেট করা যায় না বলে অপারেটররা জানান। মোট ৯টি জংশন লাইনের মধ্যে ২/৩টি সব সময় খারাপ থাকে। কোন ফোন নম্বর থেকে কথা বলার সময় ৩/৪টি লাইনের মধ্যে ক্রস কানেকশনে কথা শোনা যায়। মোট ২০টি জিরো লাইনের সংযোগ থাকলে এই সমস্যা সমাধান হবে বলে একজন অপারেটর জানান।

টিএসসিসি ভবন হচ্ছে না ঃ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দীর্ঘ ৭ বছর পরও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (বিএসসিসি) নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

১৯৯১ সালে কাজের প্রাথমিক অংশ হিসেবে দুটো কক্ষের জন্য তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির অনুদান হতে ছয় লাখ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। এরপর আর কিছুই হয়নি। '৯১ সালের ১৩ই জুন টিএসসিসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

জানা গেছে, ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সচল রাখার তাগিদে প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম, এ রকীবের সময়ে সিনেট অধিবেশনে সদস্যরা একটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন।

১৯৮৪ সালে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম শিশিরকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রগতিমনা শিক্ষকদের সভা আহ্বান করেন। পর পর তিনটি সভা অধ্যাপক মলয় ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ভৌমিক তৎকালীন সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক ছিলেন। সভায় নির্ধারিত হয় কেন্দ্রের নাম হবে ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কেন্দ্রের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য অধ্যাপক মলয় ভৌমিক ও সলিমুল্লাহ্ খানসহ তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে সাংস্কৃতিক জোটের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ টিএসসিসি ভবন নির্মাণের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেন। অথচ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দীর্ঘ ৭ বছর পরও টিএসসিসি ভবন নির্মিত না হওয়ায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।